

এত বড় হজুর কি ভুল করতে পারেন?

October 7th, 2012 | Add a Comment

আমাদের দেশের মুসলিমদের বিভ্রান্ত থাকার একটা বড় কারন হল আমাদের এই অন্ধ বিশ্বাস যে আমাদের হজুর কি কম জানেন? যে যেই মত/দল/জামাত/বা পীর সাহেবের তরিকায় বিশ্বাসী হোক না কেন...সবাই অন্ধভাবে বিশ্বাস করে যে তাদের হজুর বা তাদের দলের/মতের প্রবর্তক, বা তাদের প্রধান নেতা সাহেবই দ্বীন ইসলামের একমাত্র সবজান্তা অথবা তিনি ভুল করতে পারেন না। সংগত কারনেই, এই হজুরদের অনুসরণ করেই কেউ মাজারে সিজদা দিচ্ছে, কেউ পীরের নামের মুরগী জবাই করছে কেউ বা কবরে চাদর চড়াচ্ছেন। এছাড়াও পীরপুজা, চল্লিশা, কুলখানী, হাদীসের নামে জালিয়াতি, স্বামী বসের আমল, জন্মদিন/মিলাদের অনুষ্ঠান এবং সে অনুষ্ঠানে রাসুলুল্লাহর (সাঃ) জন্য খালি চেয়ার রাখা, পীরসাহেবের কাছ থেকে জান্নাতের সার্টিফিকেট নেওয়া, পীরের থুথু খাওয়া থেকে শুরু করে সবই চলছে কোন না কোন হজুরকে অনুসরণ করে।

দ্বীনের সঠিক জ্ঞান না থাকায় তাদের কারও কাছে হজুর বাছাই করার *criteria* হল বড় দাড়ি, কারও কাছে অন্ধ অনুসারির সংখ্যা, কারও কাছে কত বড় বা কয়তলা মসজিদের ইমাম/খতিব, অথবা কারও কাছে কে কত সুন্দর সুর করে ওয়াজ করতে পারল, অথবা কার নামে কত বেশি কেরামতির কল্পকাহিনী প্রচলিত আছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাই তাদের কাছে কোরআন বা সহীহ হাদীসের সুস্পষ্ট বানী দিয়েও যদি বলেনভাই তুমি যে কাজটি করছ, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এই কাজটি করতে নিষেধ করেছেন অথবা তিনি এই ভাবে করতে বলেছেন, এই দেখুন সহীহ হাদীস...। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়...তারা মানবেনা এবং বলবে.....আরে আমাদের এত বড় মসজিদের হজুর/ইমাম/পীর সাহেব উনি কি কম জানেন উনাকে তো দেখলাম ওটা করতে আর আপনি কোথা থেকে কি দেখিয়ে বলছেন এটা করা যাবে না! না না করা যাবে। আরও শুনতে পারেন 'তোমরা আজকাল সব নতুন নতুন হাদীস বের কর। এই যে এত বড় বড় হজুররা/মাওলানারা এতদিন ধরে এগুলো করে আসলেন এগুলো কি ভুল ছিল?

এই মানুষগুলো যদি শুধু অশিক্ষিত বা মুর্থ শ্রেনীর হত তাও একটা কথা ছিল। আজকাল ইংরেজী-বাংলায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের ও এই একই অবস্থা। সারা জীবন জাফর/হুমায়ন/মাসুদ রানা/সমরেশের কোর্স কমপ্লিট করে অথবা *Medical/Engineering/MBA/CA/Hons/Masters.....etc.* এর কঠিন কঠিন বিষয়ের কঠিন কঠিন জ্ঞান আহরন করে অথবা *GTV, Star plus* বা চ্যানেল আই এর পরকিয়ার সকল

পাঠ সম্পন্ন করে অথবা ৫দিন ধরে চলে ড্র হওয়া খেলার সব পরিসংখ্যান মুখস্ত করে অথবা সালমান শাহরুখ বা বন্ডের সকল কিস্তি মুখস্ত করেনিজের ধর্মটাকে পাশের হজুরের কাছে লিজ দিয়ে রাখবে। ক্রিকেটে সর্বোচ্চ century-এর মালিকের নাম ঠিকই বলতে পারবে, কিন্তু সর্বোচ্চ হাদীস কে বর্ণনা করেছেন, তা বলতে পারবে না। দশজন নায়ক-নায়িকা/গায়ক-গায়িকার নাম ঠিকই বলতে পারবে কিন্তু দশজন সাহাবীর নাম হয়ত বলতে পারবে না। কে তিনবার ফিফা বর্ষসেরা হয়েছে ঠিকই বলতে পারবে, কিন্তু কাকে জান্নাতের সবগুলো দরজা দিয়ে ডাকা হবে বলতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথ/নজরুল/হুমায়নের ৬টি বইয়ের নাম হয়ত ঠিকই বলতে পারবে কিন্তু ৬টি সহীহ হাদীস গ্রন্থের নামও হয়ত বলতে পারবে না।..... আসলে হিদায়েত পাওয়ার কি কোন সত প্রচেষ্টা আমাদের আছে? না থাকলে আমরা হিদায়েত পাব কিভাবে?

প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামাজে কোরআনের যে সূরাটি(সূরা ফাতিহা) প্রতি রাকাতে পড়া বাধ্যতামূলক, তাতে মূলত আমরা বারবার আল্লাহর কাছে হিদায়েত প্রার্থনা করি। নামাজ তো শুধু মুসলিমদেরই পড়ার কথা। তাহলে আল্লাহপাক মুসলিমদেরকে প্রতিদিন ১৭ বার(১৭ রাকাত ফরজ নামাজ) শুধু হিদায়েত প্রার্থনা বাধ্যতামূলক করে দিলেন কেন?

আমরা কি একবার চিন্তা করে দেখব না আল্লাহ পাক হিদায়েত লাভের ব্যাপরে কুরআনে কি বলেছেন:

‘যারা আমার পথে সর্বোত্তম ভাবে চেষ্টা করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সত্‌কর্মপরায়ণদের সাথে আছেন। (Al-`Ankabūt:69)

****এবার কয়েকটি উদাহরনের মাধ্যমে হজুরবাদীদের সংশয় নিরশনের চেষ্টা করা যাক।****

প্রথম উদাহরন: সাহাবী (রাঃ)গনের শিক্ষা

একটি সহীহ হাদীস লক্ষ্য করি

ইবনু শিহাব (রাঃ) হ’ তে বর্ণিত, সালেম ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) তাকে (ইবনে শিহাব) বলেছেন, তিনি [সালেম ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ)] শামের একজন লোকের নিকট থেকে শুনেছেন, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-কে হজ্জে তামাতু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, তা হালাল। তখন সিরীয় লোকটি বললেন, তোমার পিতা (ওমর ইবনুল খাত্তাব) তা নিষেধ করেছেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, যে কাজ আমার পিতা নিষেধ করেছেন সে কাজ যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পালন করেন, তাহ’ লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ

অনুসরণযোগ্য, না আমার বাবার নির্দেশ অনুসরণযোগ্য? লোকটি বললেন, বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ অনুসরণযোগ্য। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হজ্জে তামাতু আদায় করেছেন। (তিরমিযী, হা/৮২৪, ‘হজ্জ’ অধ্যায়, ‘হজ্জে তামাতু সম্পর্কে যা এসেছে’ অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ।)

কি পাওয়া গেল হাদীসটি থেকে:

১. রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর সব হাদীস ওমর ইবনে খাতাব (রাঃ) এর মত জান্নাতের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত সাহাবীগণেরও জানা ছিল না। (এবার আপনার হজুরের/পীরের/ইমামের/মুরুব্বীর অবস্থাটা একটু চিন্তা করুন)

২. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে কোন বক্তব্য সঠিক ভাবে পাওয়া গেলে(অর্থাৎ হাদীস সহীহ হলে) অন্য কারও বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি তিনি উমর (রাঃ)এর মত সাহাবী হলেও। আর আপনার হজুরের/পীরের/ইমামের/মুরুব্বীর কথা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না।

৩. একথা বলে বিভ্রান্তি ছড়ানোর কোন সুযোগ নেই যে, এত বড় সাহাবী/হজুর/ইমামসাহেব/পীরসাহেব কি ভুল জানতেন?

৪. আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্যের চেয়ে কারও আনুগত্যই প্রধান্য পাবে না, সে পিতা হউক আর খলিফা হউক আর মুরুব্বী হউক।

৫. রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর কোন বক্তব্য আমার অনুসরণীয় কোন ব্যক্তির সাথে না মিললে, তালগাছটা নিজের করার জন্য একথা বলা মোটেও উচিত নয় যে, ‘রাসূল (সাঃ) কি বোঝাতে চেয়েছেন তুমি আসলে বোঝনি’, অথবা রাসূল (সাঃ) থেকে প্রমানিত সুস্পষ্ট দলিল ছাড়া একথাও বলা উচিত নয় যে, এ হুকুমটি মানসুখ (রহিত) হয়ে গেছে।

সব সময় এ আয়াতটি মনে রাখব “মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে তাদেরকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে: আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম” (আন নূর:৫১)।

আরও মনে রাখব আল্লাহর স্পষ্ট হুকুম থাকা সত্ত্বেও তার উপর কiyাসটা ইবলিশই করেছিল। এবং এই ইবলিসই আদম (আঃ) কে কiyাস করে ভুল বুঝিয়েছিল যে, “আল্লাহ তোমাকে এই ফল খেতে এই কারনে নিষেধ করেছেন যে…………..”।

একই ধরনের আরেকটি হাদীস লক্ষ্য করি:

ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) হ’ তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

‘লজ্জাশীলতা কল্যাণ বৈ কিছুই আনয়ন করে না’ । তখন বুশায়র ইবনু কা’ ব (রাঃ) বললেন, হিকমতের পুস্তকে লিখা আছে যে, কোন কোন লজ্জাশীলতা ধৈর্যশীলতা বয়ে আনে। আর কোন কোন লজ্জাশীলতা এনে দেয় শান্তি ও সুখ। তখন ইমরান (রাঃ) বললেন, আমি

তোমার কাছে রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে (হাদীছ) বর্ণনা করছি। আর তুমি কিনা (তদস্থলে) আমাকে তোমার পুস্তিকা থেকে বর্ণনা করছ? (বুখারী, হা/৬১১৭ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'লজ্জাশীলতা' অনুচ্ছেদ।)

দ্বিতীয় উদাহরন: পৃথিবীর সব ধর্মের লোকেরাই যদি এভাবে চিন্তা করে তাহলে কি তারা কোনদিন হিদায়েত পাবে?

যেমন খ্রিস্টানরা যদি চিন্তা করে আইনষ্টাইন/নিউটন এত বড় বিজ্ঞানী, তিনি কি ভুল করতে পারেন? আবার যদি নাস্তিকগন চিন্তা করেন হকিং/ডারউইন কত বড় গবেষক ছিলেন বা হিন্দুরাও যদি চিন্তা করে রবীন্দ্রনাথ এত বড় জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন তিনি কি ভুল করতে পারেন? তাহলে কি তারা কোনদিন হিদায়েত পাবে?

এমনকি যদি রাফেজী/শিয়ারা মনে করে আয়াতুল্লাহ আল খোমেনী কি ভুল করতে পারে? যিনি এত বড় নেতা, অথবা যিনি আমেরিকার বিরুদ্ধে বলিষ্ট কর্তৃত্ব, তিনি কি ভুল করতে পারেন? তাহলে তারা তো খোমেনীর অন্ধ অনুসরণ করে রাসুলুল্লাহর (সাঃ) সাহাবীগনকে নির্লজ্জ ভাবে গালি দিবে (নাউযুবিলাহ)।

তৃতীয় উদাহরন: হজুরদের বৈপরিত্য

উপমহাদেশের কয়েকজন বিখ্যাত হজুরদের নাম যদি উল্লেখ করি

ক. আহম্মদ রেজা খান বেরেলভী (কবর/মাজার/পীরপন্থীদের আদর্শ) (বিস্তারিত এখানে পাবেন...)

খ. ইবনে আরাবী (সুফীবাদের বড় হজুর) (বিস্তারিত এখানে পাবেন...)

গ. সাযি়দ আবুল আলা মাওদুদী (জামাতী ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা)

ঘ. গোলাম মুহাম্মদ কাদিয়ানী (কাদিয়ানী গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা) (বিস্তারিত এখানে পাবেন...)

ঙ. আশরাফ আলী খানভী (তাবলীগ/দেওবন্দীদের বড় হজুর) (বিস্তারিত এখানে পাবেন...)

প্রথমেই বলে নেই কে ভাল আর কে খারাপ এখানে একথা বলা উদ্দেশ্য নয়। তবে এই পাঁচজনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট আছে। ইংরেজ শাসনামলে উপমহাদেশের ইসলাম যে কয়েকটি প্রধান ধারায় বিভক্ত হয়েছিল এই পাঁচজন ছিলেন সেই ধারাগুলির কোন না কোনটার বিশেষ ব্যক্তিত্ব। তাদের সবারই বিশাল অনুসারী গোষ্ঠী রয়েছে। এবং এই পাঁচ গোষ্ঠীকেই উপমহাদেশে হাতের সবচেয়ে কাছে পাবেন। তবে সবচেয়ে আফসোসের ব্যাপার এটাই যে, এই পাঁচজনের বিরুদ্ধেই এক বা একাধিক গোষ্ঠীর (এই পাঁচটি গোষ্ঠীর মধ্য থেকে) মুশরেকী/কুফরী ফতোয়া দেয়া আছে।

এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যদি কেউ তার ভাইকে কাফির ঘোষণা করে করে, তাহলে এটি তাদের দুইজনের মধ্যে কোন একজনের উপর অর্পিত হবে’ । আরেকটি বর্ণনা অনুসারে, ‘যাকে কাফির বলা হচ্ছে সেটিই সঠিক নচেত তা যে বলেছে তার উপরই অর্পিত হবে’ । (সহীহ আল বুখারী-৬১০৪; এবং মুসলিম-৬০)

এখন বলেন আপনি কাকে ছেড়ে কাকে গ্রহন করবেন? না কি হাতের কাছে যেটা পাবেন সেদিকে ঝাপ দিবেন! না কি যার অনুসারির সংখ্যা বেশী সেদিকে যাবেন? আপনার হজুর সব জানে *theory* আসলে এখানে অচল। আপনাকে এখন এমন একটি মাপকাঠি নির্বাচন করতে হবে যা *universal*। এবং তা হল ওহী তথা কুরআন-সুন্নাহ। তাই আমরা আমাদের আনুগত্যটাকে চিরজীবনের জন্য কাউকে লিজ দিয়ে দিব না, ইনশাআল্লাহ। তার মানে এই নয় যে, আলেমদের কাছে যাব না। যত বেশী সম্ভব মাপকাঠির (কুরআন-সুন্নাহ) জ্ঞান আহরন করব এবং আলেমদের এভাবে জিজ্ঞাসা করব ইনশাআল্লাহ, “এ কাজটি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কিভাবে করতেন? আলেম সাহেব কিভাবে করছেন তা সবসময় আমার বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত নয়। আরও জানতে চেষ্টা করব কোনটি শরীয়তের দলিল হওয়ার যোগ্য কোনটি নয় (ইনশাআল্লাহ পরবর্তী পোষ্টে আলোচনা করা হবে। তবে প্রাথমিক ধারণা এখানে পাবেন...)। আরবী ভাষা শিক্ষা করলেও অনেক বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

সবশেষে একটি ঘটনা বলে আজকের কিস্তি শেষ করছি

‘প্রায় ৭ বছর আগের ঘটনা। আমি তখন মিলাদ পার্ঠের একান্ত অনুরাগী এবং মিলাদ পার্ঠের পর আমার মনে হত আমার ধর্মীয় আনুগত্য অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু বিভিন্ন মহল থেকে মিলাদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠায় আমি বেশ বিরক্ত ছিলাম। তাই একদিন মিরপুর-১০ নাস্তার বড় মসজিদে মিলাদ শেষে যখন মিষ্টান্ন বিতরণ চলছে তখন, ইমাম সাহেব কে প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা হজুর বলেন তো আজকাল যে মিলাদ নিয়ে এত কথাবার্তা হচ্ছে, এই মিলাদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পড়তে বলেছেন না? তিনি বললেন না। আমি আবার বললাম, তাহলে সাহাবী (রাঃ) নিশ্চই মিলাদ পড়েছেন? তিনি বেশ বিরত হয়ে বললেন না। আমি বললাম তাহলে নিশ্চয় কুরআন বা হাদীসে কোথাও এসেছে? তিনি এবার বিরক্ত হয়ে বললেন না নেই, তবে বিভিন্ন কিতাবে এসেছে। সদ্য মিলাদ পার্ঠকরা বড় মসজিদের ইমাম সাহেবের এই উত্তর শুনে বুঝলাম ডাল মে কুচ কালা হয়। তারপর নিজেই সিদ্ধান্ত নিলাম, যে কাজ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) করেননি বা করতে বলেননি, এমনকি তার সাহাবীগণও করেনি সেই কাজ করে আমার কাজ নেই। আমি তাদের থেকেও বড় বুজুর্গ হতে চাই না ‘।

আল্লাহ আমাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দিন। আমীন ।